অগ্নিপুত্র অভয় আর ডেথাল

সম্পাদক : গুলশন রায় • কাহিনী : বিনয় প্রভাকর • চিত্রাঙ্কন : অনিল • ক্যালিগ্রাফি : অরবিন্দ • অনুবাদিকা : সন্দলী দে

একজন লোক হীরক দেশের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের বাইরে নির্জন রাস্তায় পায়চারী করছিল —

পেছন থেকে একটা গাড়ী নিঃশব্দে এল। গাড়ী ড্রাইভার ছাড়াই চলছিল!

ওর কাছে এসে দরজা খুলে গেল। ওতে বসা একজন লোক ঐ লোকটাকে একটা কাগজ দেখিয়ে বলল

দাদা....এই জায়গাটা কোনদিকে হবে?

এটা......
আ SSS

হঠাৎ লোকটা বাইরের লোকটাকে গাড়ীতে টেনে নিল আর গাড়ী প্রচণ্ড দ্রুত এগিয়ে চলল —

গাড়ীর ভেতর অপহরণ কর্তা ওর হাতে ছুঁচ ফোটাল —

লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ল...পেছনে একটা পুলিশের জিপসী আসছিল
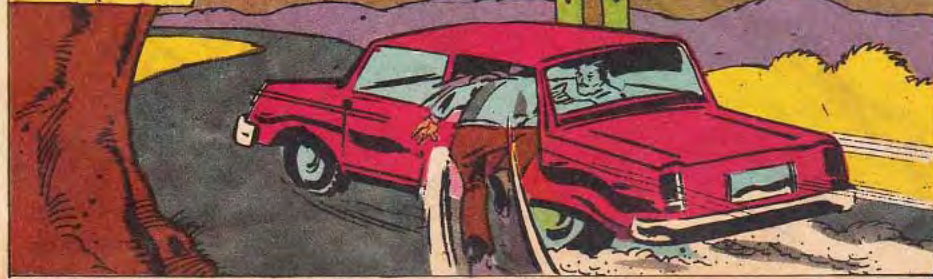
ড্রাইভার....
পেছু নাও!

অ্যাঁ! ড্রাইভার ছাড়াই গাড়ী চলছে. নিশ্চয়ই কোন গড়বড় আছে!

ইন্সপেক্টর গুলি করে গাড়ির টায়ার পাংচার করে দিল —

ইন্সপেক্টর অপহরণ কারীকে ধরে ফেলল —

কে তুমি? এই লোকটা কে? গাড়ী ড্রাইভার ছাড়া চলছে কি করে? অ্যাঁ??

স......
স্যার......

অপহরণ কারী আঙুল দিয়ে নিজের সামনের দাঁতকে পেছনে ঠেলে দিল আর...

ধাঁয়!
ধড়াম!!

...ঐ লোকটা টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ল —

স্যার... ওতো সেই ছিল, যাকে পরশু আমরা ধরেছিলাম !

যে ঠিক এইভাবেই ফেটে গেছিল !

অদ্ভুত ! একই রকম দেখতে দুজন লোক কি আর হতে পারে ?

দুজন নয় স্যার, এ হল একই রকম দেখতে অষ্টম ব্যক্তি !

আর আজ পর্যন্ত্য এরকমভাবে দেড়শো লোককে অপহরন করা হয়েছে, বুঝেছ ?

স্যার ! এটা তো পুলিশের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ ! এখন তো একমাত্র অভয়ই ভরসা !

ওদিকে অভয় জুডো-কারাটের চ্যাম্পিয়নশিপের মজা নিচ্ছিল !

ছয়... সাত... আট.... নয় আর দশ ! চ্যাম্পিয়ন নর্মার চিং ডগ !

লোকে-লোকারণ্য স্টেডিয়াম হাততালিতে ফেটে পড়ছিল —

ডগকে কেউ চ্যালেঞ্জ জানাতে চান ?

হঠাৎ অভয়ের নিজের বিশেষ দ্বন্দ্বযুদ্ধ ছকটা মনে পড়ে গেল ! ও এগিয়ে গেল —

...আর রিং-এর দিকে এগিয়ে চলল —

আমি ডগকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি.... কিন্তু আমার নিজের স্টাইলে !

আরে এই মশার বাচ্চা ... কেন নিজের মৃত্যু ডেকে আনছিস !

স্টেডিয়াম হাসিতে ফেটে পড়ল !

একেও নিজের সাধ মিটিয়ে নিতে দাও, ডগ !

আয়, তুইও আয় !

অভয় লাফিয়ে রিং-য়ে ঢুকে পড়ল ! রেফারী সিগনাল দিল —

ডগ অভয়ের পেটে ফ্লাইং কিক জমাল !

অজয় রিং-এর ধারে গিয়ে আছড়ে পড়ল –

হা.. হা.. হা!

অজয় আবার উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ডগ ওর কানপাটিতে কারাটের চপ বসিয়ে দিল –

অজয়-এর মুখ বেঁকে গেল –

একে বলে কারাটের চপ.... হা-হা-হা! এবার বাড়ী ফিরে যা!

কিন্তু ডগের কথা শেষ হবার আগেই অজয় লাফিয়ে ওর কান পাটিতে একটা ঝন্নাটা কষিয়ে দিল –

একে বলে কারাটের বাপ! এর নাম 'ফুল্কাটা'! কেমন লাগল ?

ডগ কিছুটা সামলে অজয়ের দিকে ঝাঁপাতেই –

এক... দুই.... তিন.... চার.... পাঁচ!

... অজয় এক সেকেন্ডে আটটা ফ্লাইং কিকওয়ালা 'ফর্দাটা' প্যাঁচ জমাল ডগের পেটে –

আSSSSSS

ডগ পেট চেপে বসে পড়ল –

হায়... উফ্.... আSSS হ!

চার... পাঁচ... ছয়.... সাত... আট....

ডগ পাগল ষাঁড়ের মত টলমল করতে করতে অজয়ের দিকে ঝাঁপাল! অজয় সতর্ক ছিল –

ফুল্কাটা-র আরেকটা মার সামলা! হা-হা! একে বলে 'দমবন্ধ'!

ডগের মুখ আর নাক দু মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে গেল! ও নিঃশ্বাস নেবার জন্য ছটফট করছিল!

সাত... আট... নয় আর দশ!

চারদিক হাততালিতে ফেটে পড়ছিল। ডগের নাক আর মুখ খুলে গেছিল। ও জোরে-জোরে নিঃশ্বাস টানছিল!

ওঠো বন্ধু! এবার এই মশার সঙ্গে হাত মেলাও!
অ... আমি দ... দুঃখিত!
ফাইটার অভয় জিন্দাবাদ! অভয় জিন্দাবাদ!
ও... তুমি এই 'দুকাটা' কোত্থেকে শিখলে অভয়? এর কাছে তো জুডো, কারাটে কিছুই নয়!
এটা ভারতমাতার পুরোনো লড়াইয়ের পদ্ধতি! প্রাচীন কালে ভারতে এই পদ্ধতিতেই লড়াই হত!
কিন্তু তুমি এসব শিখলে কার থেকে?
নিজের বন্ধু আর গুরু এ.পি.-র কাছে!
এই এ.পি.-টা কে?
এ.পি. হল অগ্নিপুত্র!
এটা ছিল কারাটের চ্যাম্পিয়ন শিপ, তাই ওকেই চ্যাম্পিয়ন বলা হবে, কিন্তু......
শেম... শেম... বেইমানী!
শুনুন তো—
কিন্তু... ট্রফি বাহাদুর অভয় তুলে দেবে।
চারদিকে শিসের আওয়াজ শোনা গেল।

অভয় কারাটে চ্যাম্পিয়ন ওঙের হাতে ট্রফি তুলে দিল—
ধন্যবাদ বন্ধু! কোনদিন বর্মা এলে নিশ্চয়ই দেখা কোরো! আমাকে মনে থাকবে তো?
নিশ্চয়ই!
অভয় নিজের মোটোরবোর রানীতে চড়ে বাড়ীর দিকে চলল। হঠাৎ রাস্তায় একটা মেয়েকে দেখে ও থমকে দাঁড়াল—
তুমি কাঁদছ কেন, খুকী?
আমার মা খুব অসুস্থ!
তো?
আমরা খুবই গরীব! বাবা টাকার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, কিন্তু কিছু হয়নি! এই দ্যাখো!
অভয় কাগজ দেখল! হঠাৎ ও একটা বিজ্ঞাপন দেখতে পেল—
ডায়মণ্ড ট্রফি
মোটরসাইকেল চ্যাম্পিয়ন শিপে অংশ নিন আর দু লাখ টাকা নগদ পুরস্কার জিতে নিন। ডায়মণ্ড পয়েন্ট থেকে হীরক টপ পর্যন্ত

আরে...এটা তো আজই দু-ঘন্টা পর...খুকী, কেঁদোনা, তোমার মায়ের চিকিৎসা হয়ে যাবে। পেছনে বসে পড়!

ধন্যবাদ দাদা!

অজয় ডায়মণ্ড পয়েন্টে পৌঁছে গেল। ওর নম্বর ছিল-১১২! হঠাৎ মাইকে ঘোষণা হল...

একটি ঘোষণা...যে সবার আগে হীরক টপে পৌঁছবে, সেই বিজয়ী হবে...তা সে যেভাবেই পৌঁছুক!

সবাই নিজের গাড়ীতে বসে সবুজ সংকেতের প্রতীক্ষায় ছিল!

হীরক দেশের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র রায় সবুজ পতাকা দেখানো মাত্র রেস শুরু হয়ে পড়ল!

রানী জোরে চল

তুমি কার সাথে কথা বলছ, দাদা?

নিজের মোটর সাইকেলের সাথে!

এ্যাঁ! এ কথাও বলে?

হ্যাঁ, খুকী!

দাদা, এটা কেমন মোটর সাইকেল?

এটা হল মোটোরোবট অর্থাৎ মোটর সাইকেলরূপী রোবোট! এতে সব কিছু কমপ্যুটারে হয়! এই দ্যাখো!

আমি হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়েছি, তবুও এ চলছে। এতে রিসিভার আর স্পীকার লাগানো আছে! এ উড়তেও পারে!

বাহ!

এর দুদিকে লাগানো ব্যারেল দিয়ে নানারকম অস্ত্র, রকেট আর ধোঁয়াও বেরোয়!

সামনে রাডার আছে। আর উইন্ডশীল্ডের আয়নায় স্ক্রীনও আছে। এই দ্যাখো।

অজয় বোতাম টিপতে আয়নায় টি.ভি.-র মত পর্দা ভেসে উঠল।

এটা আমার বন্ধু অগ্নিপুত্র দিয়েছে।

যে লুথিয়ানাকে ধরেছিল

ঠিক বলেছ!

দাদা! কথায়-কথায় আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি। এখনও ঝিল পর্যন্তও আসিনি, অন্যরা অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে গেছে!

চিন্তা কোর না! এখুনি আমরা ঝিলের অন্য দিকের রাস্তায় পৌঁছচ্ছি!

অজয় মোটোরোবকে জলে নামিয়ে দিল

আরে... এ কী করছ? আমি সাঁতার জানি না, মারা পড়ব!

এই দ্যাখো, এ জলেও চলতে পারে!

আরে.... এটা তো স্টীমারের মত চলছে! এবার আমরা সবার আগে চলে যাব!

খুকী হাততালি দিয়ে উঠল —

দেখতে-দেখতে অভয় ঝিলের ওপারের রাস্তায় সবার আগে পৌঁছে গেল —

দ্যাখো... সবাই পিছিয়ে পড়েছে। এসো, আইসক্রীম খাই!

দুজনে আইসক্রীম খেতে লাগল। অন্য মোটর সাইকেল-গুলো ওদের পাশ দিয়ে চলে যেতে লাগল। অভয় আবার মোটোরোবকে চলতে আদেশ দিল —

কিন্তু এবার ওরা অনেক পিছিয়ে পড়ল —

দাদা! এবার কি হবে? তুমি তো হেরে যাবে!

তাই নাকি?

রাণী নিজের পাখনা খুলে দিল ও উড়োজাহাজের মত উড়ে চলল —

সবার ওপর দিয়ে উড়ে ও আবার মাটিতে নেমে এল সবাইকে পেছনে ফেলে —

কেউ আমার সঙ্গে টক্কর নিতে পারবে না।

হঠাৎ মোটোরোব থেমে গেল —

কি হল রাণী? আমরা হেরে যাব?

তো আমি কি করব? আরও একা-একা আইসক্রীম খাও!

আবার একবার সব মোটর সাইকেল ওদের পেছনে ফেলে চলে যেতে লাগল। সবাই ওদের দেখে হাসছিল!

আই এ্যাম স্যরি, রাণী! কিন্তু তুমি কি করে আইসক্রীম খাবে?

বললেই তো পারতে

এবার মাফ করে দাও... আর এমন হবে না!

ও.কে.! চল!

খুকী খিলখিলিয়ে হেসে উঠল

অভয় আবার একবার সবাইকে পেছনে ফেলার চেষ্টা করল! কিন্তু ততক্ষণে অন্যরা লাস্ট পয়েন্টের খুব কাছে পৌঁছে গেছিল। হঠাৎ অভয় একটা পায়ে চলা পথ দেখতে পেল —

রাণী ডানদিক দিয়ে পায়ে হেঁটে চল!

অ্যাঁ! পায়ে হেঁটে?

হ্যাঁ, খুকী!

রাণী নিজের চারটি পা খুলে দিল আর পায়ে হেঁটে চলতে লাগল —

দাদা.... তোমার মোটর সাইকেল তো দারুণ! কিন্তু উড়ছে না কেন?

পাগলী.... রেফারীরা দেখে ফেললে আপত্তি করতে পারে!

হুঁ আর রাণী?

কি বললে? দেখবে মজা?

না-না! হুঁ আর রাণী!

মোটোরোব এবার পায়ে হেঁটে মেন রোডে এসে পৌঁছল —

অন্যরা ওদের পেছনে ছিল। হীরক টপে সবাই খুশীতে নেচে উঠেছিল —

কাম অন স্যাটি!

কাম অন ১১২! কাম অন হীরা সিং!

FINISH

অজয়কে ট্রফির সঙ্গে দু লাখ টাকার চেকও দেওয়া হল —

এই নাও খুকী! আমি এই চেকে তোমার বাবার নাম লিখিয়ে দিয়েছি!

ধন্যবাদ, দাদা!

আমি ঐ নামেই রেসে অংশ নিয়েছিলাম!

তাই তো বলি - সবাই হীরা সিং-এর জয়ধ্বনি কেন দিচ্ছে? ওটা তো আমার বাবার নাম!

ইউ আর গ্রেট দাদা!

মেয়েটাকে বাড়ী পৌঁছে দিল অজয়......

চল রানী... এবার একটু ঘুরে আসি।

চল রাজা!

রানী শহর থেকে অনেক দূরে উঁচু-উঁচু পাহাড়ের মাঝে উড়ে চলল

এখানে ঝরনার কাছে নামা যাক!

ও.কে.!

অজয় আর রানী একটা সুন্দর জায়গায় এসে পৌঁছেছিল!

বাহ্! দারুণ! কি সুন্দর ঝরনা!

তুমি এখানেই দাঁড়াও রানী, আমি একটু জল খেয়ে নিই!

অজয় ঝরনার নীচে একটা ছোট্ট পাহাড়ি নদির উৎসস্থলে পৌঁছে গেল —

ও জল খেয়ে যেই উঠে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ —

আরে... এসব কি হচ্ছে? এই জাল কিসের? আরে ... আমি তো ওপরে উঠে যাচ্ছি!

দেখতে-দেখতে অজয় উঁচু গাছের মগডাল পর্যন্ত পৌঁছে গেল —

হঠাৎ বেশ কিছু জংলী এসে উপস্থিত হল আর জালকে দড়ির সঙ্গে বেঁধে ফেলল!

এবং এক অজানা রাস্তায় চলতে লাগল —

হোলা.. হোলা.. হুম্ফা... হোলা... হোলা.. হুম্! হোলা.. হোলা হুম্ফা.. হোলা... হোলা... হুম্!

ওরা গান গাইতে গাইতে চলেছিল! অজয় অবাক হচ্ছিল!

জংলীরা অভয়কে একটা গুহায় নিয়ে গেল- যেটা ভেতর দিকে চওড়া হয়ে চলেছিল। গুহায় একটা সমতল স্থান ছিল।

উফ্‌! এ কী? এখানে তো আমার মতন অনেকে রয়েছে! এই জালটা ছুরী দিয়ে কেটে ফেলি

অভয় পকেট থেকে ছুরী বের করল-

আরে...এটা তো কাটছে না..... ওহো...এটা ট্রেশিয়াম দিয়ে তৈরী!

ও কী করছে.... ওকে 'ঘোঁপা' শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে দাও!

একজন অদ্ভুত শেকড় নিয়ে অভয়ের দিকে এগোলে—

দম বন্ধ করে নিই!

অভয় দমবন্ধ করে নিল। ওর নাকে শেকড় লাগানো হল। অভয় অজ্ঞান হবার নাটক করল!

ও সব কিছু শুনছিল-

এ তো অজ্ঞান

রাতে এরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে!

বড় মুশ্‌কিলে অমাবস্যার রাত আসে মানুষের রক্তও সহজে পাওয়া যায় না!

আমরা রক্ত পান করে ওদের শরীরে ভুষি ভরে দিয়ে ওদের আম... জ্যান্ত কা... ওরা এখা... কার পাহার... দার হয়ে পড়ে।

আমাদের তান্ত্রিক গুরু এদের কংকাল দিয়ে কি করে?

চুপ! আমাদের তাতে কি? কেউ শুনতে পেলে ছাল তুলে নেবে!

চল, নিজেদের কাজ কর। এতো আজকের রাতের মত অজ্ঞান!

অভয় এক চোখ খুলে সব কিছু দেখছিল—

অগ্নিপুত্র বলেছিল আমি বিপদে পড়লে ও আসবে! আর কখন আসবে ও?

সন্ধ্যা হয়ে এল! রাতও এক-সময় এল! চারদিকে মশাল জ্বলে উঠল। হঠাৎ ঢোল বাজতে লাগল।

জংলীরা এক ভয়ংকর দর্শন তান্ত্রিক জেঙ্গারুকে নিয়ে এল- তান্ত্রিক প্রচণ্ড খুশী ছিল।

সব কিছু তৈরী তো?

হ্যাঁ, গুরুদেব!

কতগুলো পুতুল তৈরী করেছ?

পঞ্চাশটা, গুরুদেব!

নিয়ে এসো!

জংলীরা পঞ্চাশটা পুতুল এনে ওর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। সবার শরীরে ছুঁচ ভরা ছিল!

জগারু কাঠে আগুন জ্বালাল আর মন্ত্র পড়তে লাগল—

ওম্ হ্রিং ক্লিং দরিং স্বাহা.... ওম্.... হ্রিং.... স্বাহা.....!

কি হুকুম, প্রভু?

এদের আবার মানুষ করে দাও! পুতুলে প্রাণ সঞ্চার কর!

আমার পিপাসা মেটাবে? তাজা রক্ত পান করাবে?

করাব! মাঝরাতে চাঁদ ওঠার পর!

ঠিক আছে!

দৈত্য পুতুলদের দিকে এগোল!

দৈত্য এক-এক করে সব পুতুলে প্রাণ সঞ্চার করতে লাগল!

তো আমার পালা আসবে মাঝরাতের পর! তার মধ্যে যদি অগ্নিপুত্র এসে যেত...!

এবার তুমি যাও! ঠিক মাঝরাতে চলে এসো!

যো হুকুম, প্রভু!

দৈত্য আবার আগুনের মধ্যে মিলিয়ে গেল—

জগারু পুতুলদের আদেশ দিল—

যাও.... নিজেদের কং-কাল ষ্টীমারে তুলে দাও!

পুতুলেরা নিজেদের কংকাল কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চলল। শেষ পুতুলটাও চলে গেল—

রাত হয়ে গেছিল। অভয়কে বলি দেবার জন্য সর্দারের সামনে আনা হল, জল্লাদ খাঁড়া তুলল আর—

হঠাৎ জল্লাদ চেঁচিয়ে উঠল - খাঁড়ার লোহা লাল লাভার মত গলে ওর হাতে পড়ছিল—

মরে গেলাম! সর্দা...র..... বাঁচাও!

ধন্যবাদ, অগ্নিপুত্র! এই কাজ তোমার পক্ষেই সম্ভব!

অগ্নিপুত্রের অগ্নিবাণ খাঁড়ায় লাগায় খাঁড়া গলতে শুরু করেছিল। এর সঙ্গে অগ্নিপুত্রও প্রকট হয়ে উঠল—

সর্দারের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠল ! অগ্নিপুত্র সবাইকে সম্মোহিত করে বলল —

ঘ্যাচু !

তারপর অভয়, খবর বল !

বাহ দাও তো ! সকাল থেকে পড়ে আছি ! এখন খবর জানতে চাইছ ?

বাঁধন ওখুনি খুলে দিচ্ছি ! কিন্তু রানী কোথায় ?

জানি না ! ওকে মরনার কাছে ছেড়েছিলাম !

আমি এখানে রাজা... মোপের পেছনে !

মোটারের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল —

তোমার পেছু-পেছু আমি এসেছি ! অগ্নি-পুত্রকে সিগনাল আমিই পাঠিয়েছিলাম !

এদের কি করব ?

এই নাও ! স্ট্রাংগ্লারের বোতাম টিপে দিলাম !

অসংখ্য স্ট্র্যাংগ্লার স্প্রিং* উড়ে গিয়ে শত্রুদের গলায় চেপে বসল !

সর্দার ছাড়া সবাই মারা পড়ল —

একে বেঁধে ফেল অভয় !

ঠিক আছে

অভয় আবার বোতাম টিপল আর দুটো স্প্রিং সর্দারের হাত আর পায়ে চেপে বসল —

কি নাম তোমার ?

জম্বারু !

জানি না !

কার হয়ে কাজ কর ?

এখুনি বলবে !

জালের দড়ি খুলে অভয় সর্দারের হাতের স্প্রিং-যে ফাঁসিয়ে দিল আর গাছের ডালে সর্দারকে ঝুলিয়ে দিল —

সরদারের পায় বাধা ছিলো

বল.... নরকংকাল তুই কোথায় পাঠাস ?

জানি না ! একজন লোক স্টীমারে করে আমাদের জন্য খাবার আনে। আমাকে টাকা দেয় আর কংকাল নিয়ে যায়। আমাকে নীচে নামাও !

ওকে নামাও, অভয় !

অভয় সর্দারকে নীচে নামিয়ে আনল —

তুই দৈত্যকে তাজা রক্ত খাওয়াবি বলে-ছিস না ? ডাক ওকে !

এসো দৈত্যরাজ !

দৈত্যরাজ আগুন থেকে বেরিয়ে এল !

অভয় লাফিয়ে উঠে 'কুন্ফাটা'-র প্যাঁচ ফ্লাইং প্যাঁচ মারল জম্বারুর পেটে-ওর পেট থেকে রক্তের ফোয়ারা বেরোতে লাগল —

নাও দৈত্যরাজ পিপাসা শান্ত কর !

দৈত্য দেখতে-দেখতে জগারুর শরীরের সব রক্ত চুষে নিল!
হা-হা-হা! দারুণ মজা পেলাম!
এবার মুখ মুছে নাও!
অজয় নিজের জাদু-স্কার্ফ ওর দিকে এগিয়ে দিল—

দৈত্য যেই স্কার্ফ ধরল—
হায়... পুড়ে যাচ্ছি! বাঁচাও...বাঁচাও!
দেখতে-দেখতে দৈত্য ভস্ম হয়ে পড়ল!

অগ্নিপুত্র! এদের সবাইকে মুক্তি দাও!
দিচ্ছি!

অগ্নিপুত্র তার নাক দিয়ে জীবনদায়ী গ্যাস ছাড়ল—সবাই চোখ মুছতে-মুছতে উঠে বসল। অগ্নিপুত্র সবাইকে মুক্ত করে দিল।

ওদের মধ্যে ইন্সপেক্টর হরিশও ছিল—
আরে.... ইন্সপেক্টর, আপনিও?
হ্যাঁ অজয় আমাকে অপহরণ করা হয়েছিল... তোমাকে কি করে ধন্যবাদ দেব?
আপনি এদের ব্যাপারে কি জানেন?

এটা এক বিরাট বড় চক্র! ৩০-৩৫ বছরের সুস্থ স্ত্রী-পুরুষদের কিডন্যাপ করে এখানে আনা হয়। এখান থেকে ওদের কংকাল বর্মার কাছে তেখরাক দ্বীপে পাঠানো হয়!
আপনি এখান থেকে হীরক দেশের রাস্তা চেনেন?
না, জানি না!
আমি বলছি!

অজয় মোটোবোটের প্যানেলে একটা বোতাম টিপলে পর্দায় রাস্তার নকশা ভেসে উঠল। অজয় ওয়ারলেসে পুলিশ চাইল—
হ্যালো হেডকোয়ার্টার.... আমি অজয় বলছি—পুলিশ কমিশনারকে লাইন দিন!
হ্যালো, স্যার! আপনি নিজের পর্দায় দেখুন!

এবার এই রুট চার্ট দেখুন! এই মাত্র আমি ১৫০ জনকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করেছি! ইন্সপেক্টর হরিশও আছেন ওদের মধ্যে!
হ্যালো স্যার! প্লীজ এখানে হেলিকপ্টার পাঠান!
ও.কে.!
ঘ্যাটিস্ অল
এ্যান্ড ওভার!

ইন্সপেক্টর..... আপনি এদের চার্জ নিন। আমরা স্টীমার খুঁজছি! চল, রানী!
স্কার্ফটা তো নিয়ে যাও!
অজয় রানীর পিঠে চড়ে রওনা হয়ে পড়ল। অগ্নিপুত্র অদৃশ্য হয়ে ওদের সঙ্গে উড়ে চলল!

রানী পুতুলের গন্ধ শুঁকে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পৌঁছুল
স্টীমার তো স্টার্ট হয়ে পড়েছে!
চিন্তা কোর না! আমরা দূর থেকে ওদের পেছু নেব। শত্রুর আস্তানায় ঠিকই পৌঁছে যাব!

চলরানী, গাখনা মেলে জলে নেমে পড় !

মোটোরোব স্টীমার থেকে এক কি. মি. দুরত্ব রেখে পেছু নিতে লাগল।

স্টীমারের পেছনে দাঁড়ানো গার্ড দুরবীন দিয়ে দেখল—

ক্যাপ্টেন ! আমাদের পেছু নেওয়া হচ্ছে !

হ্যালো বস্ ! ক্যাপ্টেন বলছি ! আমাদের পেছু নেওয়া হয়েছে !

ঠিক আছে, আমি দেখছি !

ভেখরাকে ভেখাল পর্দায় অজয়কে দেখাতে পেল —

আরে... কোন ছোকরা ওয়াটার স্লাইং করছে ! ওয় পেয়ো না !

আরে.. এ তো অজয়, বস্ ! যে লুথিয়ানোকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল !

মানে হচ্ছে ওর মৃত্যুই এখানে ডেকে এনেছে ! মেরে ফেল ওকে

বেশ কিছু হাঙর অজয়ের দিকে এগিয়ে চলল। ওদের ভেখালের রিমোট কন্ট্রোল চালাচ্ছিল !

অগ্নিপুত্র ! হাঙর গুলো এগিয়েই আসছে !

এখুনি ওদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি !

হাঙরদের চোয়াল বরাবরের মত বন্ধ হয়ে পড়ল। ওরা গলে যেতে লাগল।

জলে এবার একটা লোহার খাঁচা পড়েছিল !

এগুলো তো যন্ত্র-হাঙর দেখছি !

এবার মজা আসবে ! লড়াই শুরু হয়ে গেছে, অজয় !

হাঙরদের অবস্থা দেখে ভেখাল রেগে উঠল—

এসব হল কি করে ?

এর মানে অগ্নিপুত্র-ও ওর সাথে আছে !

অগ্নিপুত্রকে অগ্নি দিয়েই ভস্ম করে দিচ্ছি !

তখনই অজয়ের ওপরে হেলিকপ্টার উড়তে লাগল —

উল্টো চক্র ছাড়ি !

অগ্নিপুত্র উল্টো চক্র ছাড়ল-ওদিকে কপ্টার থেকে গুলি চলতে শুরু করল।

গুলি তো ওর গায়ে লাগছেই না !

চক্র* দিয়ে ওর ডানা কাটছি !

অগ্নিপুত্র অগ্নিচক্র হেলিকপ্টারের দিকে ঘুরিয়ে দিল। কপ্টারের দুটো পাখনাই কেটে গেল—

হেলিকপ্টার নীচে পড়তে লাগল। ভেখাল রেগে উঠল—

রকেট ছোঁড় !

রকেট সোজা জলে গিয়ে পড়ল —

আরও রকেট ছোঁড় !

একের পর এক দশটা রকেট ছোঁড়া হল। কিন্তু একটাও অজয়ের গায়ে লাগল না !

 * চক্র উল্টো চলালে ওর দিকে ছোঁড়া সব অস্ত্র নিজের জায়গায় ফিরে যায় !

শেষ রকেটটার সঙ্গে অভয় দম বন্ধ করে জলে ডুব মারল.

কিন্তু অভয় জলের ভেতর দিয়ে ডেথরাকের দিকে এগোচ্ছিল। অগ্নিপুত্র অদৃশ্য হয়ে গেছিল!

ডেথাল এখন নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছিল —

আমাদের শত্রু মারা পড়েছে! উৎসব মানাও.

ডেথাল তালি দিলে দশজন মেয়ে নাচ শুরু করে দিল —

এদিকে ডেথালের নাচের আসর জমে উঠেছিল —

...ওদিকে অভয় জলের ভেতর দিয়ে ডেথরাকের দিকে এগোচ্ছিল। রিসিভার ওকে রাস্তা দেখাচ্ছিল!

মোটারোবকে ঝোপে লুকিয়ে রেখে অগ্নিপুত্র অভয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল।

অগ্নিপুত্র উড়ে আগেই ডেথরাকে পৌঁছে গেছিল- ও নাক দিয়ে কালো ধোঁয়া ছাড়ল! পাড়ের একটা বড় অংশ মেঘের মত ধোঁয়ায় ঢেকে গেল —

অভয় জল থেকে উঠে এল! ধোঁয়াতে ওকে কেউ দেখতে পেল না। সকাল হয়ে এসেছিল!

অগ্নিপুত্র আর অভয় মোটারোব নিয়ে ঘন ঝোপের পেছনে লুকিয়ে রাতের অপেক্ষা করছিল —

ডেথালের ডেরা এখান থেকে দু কি[illegible] দূরে ছিল অভয় মোটারোবকে লুকিয়ে ফেলল!

রাত হতেই দুজনে চাপা পায়ে এগিয়ে চলল —

মনে হচ্ছে আমরা ভুল জায়গায় এসে গেছি!

কেন?

এখানে কোন গার্ড ও নেই, কোন ক্যামেরাও নেই!

এখানে তো বাদুড় ছাড়া আর কিছু নেই!

দুজনে চুপচাপ এগিয়ে চলল —

শ্‌SSSSS...
চুপ! কোন মাইক থাকতে পারে!

ওরা সামনে একটা বিরাট বড় দুর্গের মত দেখতে পেল —

ডেথাল নিজের কন্ট্রোল রুমে বসে পর্দায় সব কিছু দেখছিল —

দারুণ! ওরা এবার আমাদের কব্জায় এসে গেছে!

এসব তোমারই বিজ্ঞানের কামাল, ডাঃ ক্র্যাজ!

ওরা এটা জানেও না যে, ওদের ওপর আমরা নজর রাখছি!

ধন্যবাদ, বস!

অভয়ের সামনে একটা বিরাট বড় ছুঁচলো প্রাসাদ ছিল, যার বড়-বড় হল থেকে আলো ভেসে আসছিল!

চল, ভেন্টিলেটর দিয়ে দেখি!

ভালো বলেছ, বোস আমার কাঁধে!

অগ্নিপুত্র অভয়কে নিয়ে ভেন্টিলেটর পর্যন্ত পৌঁছল! অভয় ভেতর উঁকি মেরে আনন্দে নেচে উঠল —

আমরা ঠিক জায়গায় এসেছি, অগ্নিপুত্র! এই হলে প্রচুর কংকাল পড়ে আছে। একটা রোবোট কংকাল কাঁধে নিয়ে অন্য ঘরে যাচ্ছে! ওদিকে চল!

29

অভয় অন্য ঘরে উঁকি মারল—

এখানে কংকালদের পরিষ্কার করা হচ্ছে! ওদের ওপর চমকালো রং চড়ানো হচ্ছে! এগিয়ে

এই ঘরে পুতুলগুলো থেকে চুষি বের করে আগুনে পোড়ানো হচ্ছে! ওদের চামড়া কোটানো হচ্ছে! উফ! কি দুর্গন্ধ! এগিয়ে চল!

তোমাদের চামড়াও কোটানো হবে, বাছাধনেরা! হা-হা-হা!

ইয়েস ডক্টর! ওর বাবার বদলা আমাকে নিতে হবে!

সেটা কি, বস?

সময় হলে সব বলব!

হুকুম দিলে ওখানেই উড়িয়ে দিই?

তুমি একজন ভাল বৈজ্ঞানিক হলেও বোকাও বটে! ওদের জ্যান্ত ধরতে চাই!

লাভ?

ওদের বন্ধক রেখে হীরক দেশ দখল করতে পারি!

30

আরে বাপরে! এখানে তো খুলির মধ্যে কম-প্যুটার ফিট করা হচ্ছে!

এবার আমি বলছি! এই হলে হাত-পায়ে চামড়া চড়ানো হচ্ছে!

এই ঘরে বোম বানানো হচ্ছে!

বোম!?

এখানে বোম বুকের ভেতর ফিট করে দেওয়া হচ্ছে! পুরো বডিতে নানা-রকম তার লাগানো হচ্ছে। তার পর ফোম লাগিয়ে মানুষের চামড়া লাগানো হচ্ছে!

এখানে একটা কংকালের চামড়া লাগিয়ে মানুষের রূপ দেওয়া হচ্ছে!

এটা কি বানা

এখানে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জুড়ে ঠিক মানুষের রূপ দেওয়া হচ্ছে!

কত লোক! সবার মুখ এক, কিন্তু নিষ্প্রাণ-বোবা!

এবার ডামীকে পর্দার সামনে আনা হচ্ছে, রোবোট বোতাম টিপল-মানুষটা জীবিত হয়ে উঠল!

হলের চারদিকে উঁচুতে লম্বা-লম্বা শেল্ফ ছিল। শেল্ফের ওপর প্রচুর মানুষের মত ডামী রাখা ছিল।

রোবো আদেশ দিল—

নিজের বসের নাম বল?

ভেখাল!

আমাদের উদ্দেশ্য?

হীরক দেশ কব্জা করা!

গুড! ১০১০২ নং শেল্ফে গিয়ে ঘুমোও!

ডামী গিয়ে শেল্ফে ঘুমিয়ে পড়ল, রোবোট ওর স্যুইচ অফ করে দিল!

ওহো মাই গড! এখানে কৃত্রিম মানুষ বানানো হচ্ছে!

গাছের আপেলের ওপর অভয়ের হাত গিয়ে পড়ল। অভয় গাছের তিন-চতুর্থাংশ আপেল খেয়ে নিল!

এ তুমি কি করলে বোকা? এটা শত্রুপক্ষের এলাকা। এখানে জলেও বিষ থাকতে পারে!

স্যরি কি করব, প্রচন্ড খিদে পেয়েছিল।

ঘুম নয়, এটা বিষের প্রভাব! আমি সঞ্জিবনী শেকড় আনছি।

আমার ঘুম পাচ্ছে!

অভয় চোখ বন্ধ করতেই ডেমালের রোবোট ওকে তুলে নিয়ে গেল!

জ্ঞান ফিরলে অভয় নিজেকে একটা বন্ধ ঘরে দেখতে পেল! সামনে বড় পর্দায় একটা ভয়ংকর মুখ ভেসে উঠল—

হ্যালো অভয়... কেমন লাগছে?

কে তুমি? আমি কোথায়?

তোর বাপ আর হীরক দেশের শত্রুদের কব্জায়! হা-হা-হা!

আমার বাবার শত্রু? উনি তোমাদের কি ক্ষতি করেছেন?

ও যে আমাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে! শুনতে চাইলে শোন!

আজ থেকে দশ বছর আগে আমি ছিলাম হীরক দেশের আন্ডারওয়ার্ল্ডের মুকুটহীন বাদশাহ!

ওখানকার পুলিশ, আইন সব কিছু আমার হাতে ছিল!

সমস্ত দেশে আমার এজেন্ট ছড়িয়ে ছিল: আমার অনুমতি ছাড়া কাক-পক্ষীও উড়তে পারত না!

মাদকদ্রব্যের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী ছিলাম আমি!

"হীরক দেশের বন্দর ছিল স্মাগলিং-এর সবচেয়ে বড় জায়গা। আমি ছিলাম

... কিন্তু তোর বাপ, এ্যাডমিরাল জয় সিং আমার সব আড্ডা নষ্ট করে দিল। সব এজেন্ট মারা পড়ল আর আমি ভিখারী হয়ে ভেঁস্তাকে আশ্রয় নিলাম। তখন এখানে বাদুড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না!

... কিন্তু আজ ডা: ক্র্যাজের সাহায্যে আমি আবার শক্তিশালী হয়ে উঠেছি। এখন তোর বাপ আমার কথা মত কাজ করবে, কারন তুই আমাদের হাতে বন্দী!

তোর সব কটা কাজ আমরা দেখছিলাম! ডা: ক্র্যাজ, একে এর ফিল্মটা দেখান তো?

এই দেখুন স্যার ..... এটা আপনিই না?

ফিল্মে নিজের সব কার্যকলাপ দেখে অজয় চমকে উঠল!

কিন্তু এসব তুমি করলে কি করে?

বাদুড়দের সাহায্যে!

কি করে?

বোকারাম! তুই এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সায়েন্স সেন্টারে রয়েছিস। এগুলো বাদুড় নয়, সুপার কমপ্যুটারের সাহায্যে ওড়া যন্ত্র!

এদের চোখের জায়গায় মাইক্রো ক্যামেরা ফিট করা আছে! ভেঁস্তাকে কয়েক হাজার বাদুড় উড়ে বেড়াচ্ছে!

আসলে তোকে আসতে দেখে আমরা মজা নিচ্ছিলাম! কেমন লাগল আমাদের ল্যাব? হা..হা..হা!

একবার বেরোতে দে, দেখাচ্ছি!

এখন নয়! এখন তুমি আমাদের অনেক কাজে আসবে!

কেমন কাজ?

এই ফিল্মের কপি তোমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে! এবার তুমি ওকে ফোন করবে!

কি বলব বাবাকে?

ওকে ইস্তফা দিতে বল!

ও যেন হীরক দেশে আমাদের এজেন্টদের বিরক্ত না করে!

আমরা ওখানে আবার কাজ শুরু করছি!

এই নে... বাপের সঙ্গে কথা বল!
বাবা! আমরা ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছি! এবার ডেথালের ব্যবস্থা করতে হবে!
তুমি এখুনি ফিরে এসো অভয়!
কেন বাবা? আপনি এমন কাপুরু-ষের মত কথা বলছেন কেন?
ডেথাল বড়-বড় সাহসীকেও কাপুরুষ করতে বাধ্য করেছে- দেখ!
পর্দায় চোখ রেখে অভয় হতবম্ব হয়ে উঠল—
পর্দায় ওর ১৪ বছর ছোট ভাই পিন্টুকে দেখা যাচ্ছিল। ওকে দুজন ধরে গাড়ীতে বসে ছিল।
ওকে চিনিস? হা-হা-হা! এবার বল তোর বাবাকে এখুনি ইস্তফা দিতে!
কিন্তু অভয় কোন উত্তর দেওয়ার আগেই অগ্নিপুত্র প্রকট হল। ও বিদ্যুতগতিতে অভয়কে তুলে নিল এবং দেওয়াল ফুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
দুজনে উড়ে গিয়ে ঝোপের পেছনে লুকিয়ে রাখা মোটারোবের কাছে পৌঁছলে এবং ওতে চেপে হরিকের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে চলল!
আমরা সোজা পুলিশ কমিশনারের কাছে যাব!
দুজন পুলিশ কমিশনারের কাছে পৌঁছে গেল!
স্যরি অভয়! তোমার ভাইকে...
জানি, সব কথা খুলে বলুন!

কিছু আগে তোমাদের ড্রাইভার ওকে কোন বার্থডে পার্টি থেকে ফিরিয়ে আনছিল!
আপনি কি করে জানলেন?
কেউ এই ক্যাসেটটা রিসেপ-শনে দিয়ে গেছে!
আমি ভাইয়ের ঘড়িতে ট্রান্সমিটার লাগিয়ে দিয়েছি। ওর আওয়াজ আমার মোটারোবের রিসিভ করে! আসুন, শুনি!
তোমরা আমাকে এখানে কেন এনেছ? আমার দাদা তোমা-দের ছাড়বে না!
তোকে ওর আত্মাও খুঁজে পাবে না!
ইয়েস স্যার! এ পিন্টু! অগ্নিপুত্র, সাউন্ড ওয়েভে অগ্নিকীট পাঠাও!
অগ্নিপুত্র অগ্নিকীট পাঠাল। ও নিজের হাতঘড়ি দেখল - আসলে ওটা ছিল একটা যন্ত্র!
মোটারোবের কাছে এসে অভয় প্যানেলে লাগানো একটা সুইচ টিপল - ওর স্পীকার থেকে আওয়াজ আসতে লাগল!
অগ্নিকীট পিন্টুর কাছে পৌঁছে গেল। অগ্নিপুত্র অভয়কে বলল!
তোমার ভাই ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে মাত্র ২০ কি.মি. দূরে জঙ্গলে বন্দী আছে!
উড়ে চল, রানী- অগ্নিপুত্রের পেছনে!
অভয় জঙ্গলে পৌঁছে মাটিতে নামল! ওর মোটারোব ধীরে-ধীরে এগোচ্ছিল!
এই রাস্তা তো গুহায় গেছে!
আমি থামতে পারছি না, অভয়! এটা গুহা নয়, অজগরের মুখ!
তখনই অগ্নিপুত্র অগ্নিচক্র ছুঁড়ল —

অজগরের সর্বশরীর জ্বলে উঠল –

ধন্যবাদ অগ্নিপুত্র! তুমি না থাকলে আজ আমি শেষ হয়ে যেতাম।

আমি থাকতে তোমার কিছু হবে না, ডিয়ার!

ধড়াম

সামনে তো পাথুরে রাস্তা! বিরাট বড়-বড় পাথর!

তাতে কি.... এই নাও!

রানী পা খুলে দিল আর হাঁটতে লাগল!

...বেশ কিছু বিষাক্ত সাপ গাছে ঝুলে ছিল! কিন্তু অগ্নিপুত্র অভয়কে সুরক্ষা চক্রে ঘেরে রেখেছিল!

আমি সিংহের সিগন্যাল পাচ্ছি, অভয়!

গন্ধ আমিও পাচ্ছি

তখনই ঝোপের পেছন থেকে একটা সিংহ গর্জন করে বেরিয়ে এল –

গুর্‌র্‌র্

এই আমি রাকেটের বোতাম টিপলাম

রাকেট সোজা সিংহের মুখে ঢুকে গেল –

আর ভয়ংকর বিস্ফোরণের সঙ্গে সিংহ টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ল!

তুমি তো সিংহের চেয়েও বেশী শক্তিশালি, রানী!

ধন্যবাদ রাজা!

অভয় এখন একটা বহুপুরোন প্রাসাদের [illegible] কাছে ছিল। যাতে একটা বিরাট উঁচু টাওয়ার ছিল!

তোমার ভাই এই টাওয়ারের সবচেয়ে ওপরতলায় বন্দী আছে!

তাহলে এখুনি উড়ে ওখানে পৌঁছচ্ছি!

দুজনে ওপর দিকে উড়ে চলল –

আর টাওয়ারের ওপরতলায় ল্যান্ড করল –

দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ!

এখুনি খুলছি!

অগ্নিপুত্রের চোখ দিয়ে ওয়েল্ডিং-এর মত আগুন বেরোল আর দেখতে-দেখতে দরজার শেকল জ্বলে নীচে পড়ে গেল!

দরজা খুলে গেল, আর আমরা ঢুকলাম ভেতরে –
কেউ নড়বে না।
এর মাথায় পিস্তল সাঁটানো আছে। চালাকির চেষ্টা করলেই এর মগজ ফুটো হয়ে যাবে!
অজয়ের ভাই ঘরের মাঝখানে একটা লোহার পোস্টে বাঁধা ছিল।

টাওয়ারের ছাদের নীচে লোহার একটা গার্ডার ছিল। অগ্নিপুত্র অদৃশ্য হয়ে গার্ডারের ওপরে পৌঁছে বাঁ হাত দিয়ে ওটা ছুঁল –

বাঁ হাতের স্পর্শে ওটা শক্তিশালী চুম্বক হয়ে পড়ল, সঙ্গে-সঙ্গে –
আরে...পিস্তলটা পোস্টের সঙ্গে সেঁটে গেল?
আমার বন্দুকও!
আমার রাইফেলও!
চতুর্থ অপহরণকারী লোহার বর্ম পরে ছিল আর মাথায় লোহার হেলমেট পরে ছিল বলে ও সুদ্ধ...

...উঠে গার্ডারের সঙ্গে চিপকে গেল!
আরে... এসব কী? নীচে নামাও আমাকে!
এক মিনিট! প্রথমে এদের সামাল নিই!
অজয় লাফিয়ে উঠে প্রথমে পিস্তলধারীকে ঢুস্কাটার একটা প্যাঁচ কষিয়ে দিল –

ও মাঝে চেয়ে বসে পড়ল, বাঁচল দুজন –
প্রথমে এর ওপর চক্রবাত ঝাড়ি!
ঢুস্কাটা!!
এর সঙ্গে অজয় লাফিয়ে উঠে চাক্রর মত দুজনকে লাথি মারতে-মারতে তিরিশ সেকেন্ড ধরে ঘুরল!

ওরা দুজনেও ধরাশায়ী হয়ে গেল –
তো লোহার বাচ্চা ....এবার বল?
প্রথমে আমাকে নীচে নামাও!
ছেড়ে দাও অগ্নিপুত্র!
গার্ডার মেঝে থেকে তিরিশ ফুট উঁচুতে ছিল। অগ্নিপুত্র হাত সরিয়ে নিল –

বেচারা ধুম করে নীচে পড়ে গেল আর –
একাত হয়ে পড়ল –
আSSSহ!!
অজয় নিজের টাইকে খুলে নিল, তারপর সেই দড়ি দিয়ে চারজনকে বাঁধল –

অজয় পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলল –
হ্যালো হেডকোয়ার্টার! আমরা পিন্টুকে ছাড়িয়ে নিয়েছি! আপনি 'মোহনা-কালাম হল'-এর টাওয়ার থেকে নিজের চর শিকার নিয়ে যান! ওভার! আমি বাড়ী যাচ্ছি
দাদা... তুমি কামাল করে দিয়েছ! এবার আমাকে বাবার কাছে নিয়ে চল!
দুজনে মোটরবোর করে বাড়ীর দিকে চলল!

অজয় বাড়ী পৌঁছে দেখল ওখানে পুলিশ কমিশনারও হাজির!
ওয়েল ডান, মাই বয়! তুমি কামাল করে দিয়েছ!
এ পুরোন স্মাগলিং কিং লাল সিং-কেও খুঁজে বের করেছে! ও ডেথরাকেডেথাল নাম নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠে ছিল!
এ সেই না, যাকে আপনি পালাতে বাধ্য করেছিলেন?

হ্যাঁ, সেই !

তাহলে ধরে নিন, এবার ও শেষ, কমিশনার সাহেব ! আপনি ডেথরাককে এয়ার-কন্ডারে নিয়ে নিন !

আমি আর অগ্নিপুত্র ফিরে গিয়ে নিজেদের কাজ শুরু করছি !

আমাকে বাদ দিয়ে কাজ করতে পারবে ?

তাই কি পারি ?

এবার আমরা সোজা ডেথরাক পৌঁছব ফ্লাই করে !

এবার তোমাকে খুব সাবধান থাকতে হবে, অভয়। ও-ও হয়তো তৈরী হয়ে আছে !

জোল্ট অরি, অগ্নিপুত্র ! তোমার শক্তির ওপর আমার পুরো ভরসা আছে !

চল এবার ! সময় নষ্ট করার না !

ওদিকে ডেথাল আনন্দে মেতে উঠেছিল

এবার মজা আসবে। ছোঁড়াকে আমরা এমন জায়গায় রেখেছি, যেখানে অভয়ের আত্মাও পৌঁছাতে পারবে না !

এবার আমাদের বাস্তা সাফ !

তখনই ওখানে অপারেটর এসে ঢুকল কন্ট্রোল রুম থেকে ছুটতে-ছুটতে

বস ! পিন্টুকে ছাড়িয়ে নিয়েছে আর আমাদের চারজন লোককে পুলিশ ধরে ফেলেছে ! এখুনি টি.ভি. পর্দায় দেখে এলাম !

ওহো ! তুমি মানে ও এখানেও আসবে ! হরিফা SS

অপারেশন 'কম্বাট' রেডী কর !

ইয়েস বস !

ও. কে. বস !

হরিফা কন্ট্রোল রুমে পৌঁছে প্যানেলে লাগানো অপারেশন কম্বাটের মাস্টার সুইচ টিপে দিল !

সঙ্গে-সঙ্গে প্রাসাদের দেওয়াল থেকে রাকেট লঞ্চার বেরিয়ে এল —

রাডারের ওপরে লাগানো লেসার বীম চারদিকে ঘুরতে লাগল —

ওটা যার ওপর পড়ে, সেটাকে কেটে দেয়। সে বস্তু হোক বা মানুষ !

আকাশে ফাইটার হেলিকপ্টার পাহারা দিতে লাগল !

এর সঙ্গে কয়েক হাজার মেশিন-বাদুড় উড়তে-উড়তে ডেথরাকের ওপর অ্যাসিড ছড়াতে লাগল -

ওয়ার্কশপে কার্যরত রোবোট লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল -

শ্যাডোমের ল্যাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা সব কৃত্রিম মানুষ জীবিত হয়ে উঠল

ডেথাল নিজের জন্য বিশেষভাবে তৈরী বাঙ্কারে বসে পর্দায় সব কিছু দেখছিল !

হরিফা ! তুমি তৈরী ?

ইয়েস বস !

ওখান থেকে ও হরিফার সঙ্গে কথা বলল -

ডাঃ ক্র্যাজ... সব কিছু ঠিক আছে তো ?

ইয়েস বস ! এখানে একটা পাখীও ঢুকতে পারবে না !

হঠাৎ এ্যালার্ম বিপদের সংকেত দিল -

অভয় মোটোরোবে চেপে উড়ে ডেথরাকের দিকে এগোচ্ছিল। সঙ্গে ছিল অগ্নিপুত্র !

শত্রু প্রস্তুত হয়ে আছে, অগ্নিপুত্র !

এই আমি তোমাকে সুরক্ষা বর্মে ঢেকে দিলাম। দ্যাখো, হেলিকপ্টার তোমার দিকেই আসছে !

অভয় মোটোরোব থেকে রকেট ছুঁড়ল -

ধড়াম !

দ্বিতীয় হেলিকপ্টার এগিয়ে এল। অগ্নিপুত্র ছোট হয়ে ওর পাখনার নীচে পৌঁছে

আর ও পাখনা চেপে ধরল !

আরে...পাখনা ঘোরা বন্ধ হয়ে গেল প্যারাশুট করে নীচে লাফাই !

প্যারাশুট খুলতেই অভয় মোটোরোব থেকে ওর ওপর স্ট্রাংগ্লার স্প্রিং ছুঁড়ল !

ফ্লাইং গ্লারের খোলা প্যারাশুটে আটকে গেল আর পাইলট সোজা জলে গিয়ে পড়ল —

এই দেখে বাকী হেলিকপ্টার গুলো আরও উঁচুতে উঠে গুলি চালাতে লাগল —

কিন্তু অজেয় তো সুরক্ষা-বর্ম ঢাকা ছিল!

আরে বাপরে! এ ছোঁড়া তো দেখছি ওর বাপের ও বাপ! কিন্তু ও আমার ফ্লাইং ব্যাটের হাত থেকে বাঁচবে না!

অগ্নিপুত্র! দিনের বেলায় বাদুড় এল কোত্থেকে?

বোকার মত কথা বোল না! এগুলো বাদুড় নয়, মেশিন! আমি এখুনি এদের আসল ব্যাপারটা জেনে নিচ্ছি!

অগ্নিপুত্র বাদুড়দের ওপর অগ্নিকীট ছেড়ে দিল —

ওদের পাখনা থেকে ফোঁটা-ফোঁটা কি পড়ছে আর অগ্নিকীট জ্বলে যাচ্ছে!

পর্দায় দেখ, অজেয়!

আচ্ছা! তাহলে ওদের পাখনা থেকে অ্যাসিড পড়ছে! ডিস্ক কাটার্স ব্যবহার কর!

অজেয় ডিস্ক কাটার্স-এর বোতাম টিপল, সাঁ-সাঁ —

বাদুড় মেশিন কেটে যেতে লাগল!

হঠাৎ প্রাসাদের দেওয়াল থেকে রকেট ছোঁড়া শুরু হয়ে গেল —

অগ্নিপুত্র অগ্নিচক্র উল্টো করে চালিয়ে দিল, এবার রকেট গুলো ফিরে গিয়ে প্রাসাদের দেওয়াল ভাঙতে লাগল —

হঠাৎ লেসার-বীমের ওপর অগ্নিপুত্রের নজর পড়ল —

আচ্ছা... লেসার গানও রয়েছে... এই নে!

এমন সময় অগ্নিবান ছেড়ে দিলো

লেসার গান ধু-ধু করে জ্বলে উঠল! ভেথাল পর্দায় দেখল,

ওহো! এতো আমাকে বর্বাদ করে দিল!

ধড়াম

বস্! আমরা ফেঁসে গেছি! কিন্তু আমিও ওকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব!

ততক্ষণে অজয় ডেথরাকে নেমে পড়েছিল। মোটোরোর উড়ে প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছিল।

ওখানকার রোবোটরা এগিয়ে এল -

কিন্তু ওর অজয়কে ছোঁবার আগেই অগ্নি-পুত্র সব শেষের রোবোটের ওপর বাঁ হাত রাখল -

রোবোটটা শক্তিশালী চুম্বক হয়ে পড়ল আর বাকী রোবোটরাও একে অপরের সঙ্গে চিপকে গেল -

ওরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল

অগ্নিপুত্র এক-এক করে

ওদের ডান হাত দিয়ে ছুঁতে লাগল

ওরা গলে যেতে লাগল!

ডেথাল আর একটা ঝটকা খেল, ওপর্দায় চোখ রেখে আদেশ দিল -

ম্যান-মেশিন! চার্জ!!

সঙ্গে-সঙ্গে কৃত্রিম মানুষদের হাতের স্টেনগান গুলি চালাতে শুরু করে দিল!

গুলি অগ্নিপুত্রের উল্টো চক্রে ধাক্কা খেয়ে নীচে পড়ে যেতে লাগল -

এই সব নিষ্প্রাণ অস্থিপাঁজরদের মোক্ষের প্রয়োজন।

ও কয়েক হাজার অগ্নিবাণ ছুঁড়ল। কৃত্রিম মানুষেরা ধু-ধু করে জ্বলে উঠল!

ওদের শেষ সংস্কার তো আমি করে দিলাম। এবার ডেথালকে খুঁজতে হবে! লোহার এই দেওয়ালটা ভাঙি.!

অগ্নিপুত্র চোখ দিয়ে আগুন বের করে লোহার পাত কেটে ফেলল!

ভেতরে ডাঃ ক্রাজ ছিল!

এসো অজয়!

ওহো... এখানে পৃথিবীর সবচেয়ে মহান বৈজ্ঞানিক রয়েছেন। একে পুড়িয়ে ফেল অগ্নি-পুত্র!

অগ্নিপুত্র চোখ দিয়ে আগুনের হলকা ফেলল -

হা-হা-হা! আমাকে পোড়ানো অত সোজা নয়!

ডাঃ ক্র্যাজের শরীরে অগ্নিনিবারক মলম লাগানো ছিল। অগ্নিপুত্র নিজের মাথায় লাগানো পাইপ থেকে অ্যামোনিয়া

...ডাঃ ক্র্যাজের ওপর ছেড়ে দিয়ে বলল।

তাহলে তোমাকে আইসক্রীম বানিয়ে দিচ্ছি!

ও চেঁচাল —

স্টপ্ ইট! তুমি যা বলবে, করব! এই বরফ থেকে আমাকে বের কর!

কেন! ক্র্যাজ কি ফ্রিজ হয়ে গেল? অগ্নিপুত্র, একে রোস্ট করে ফেল!

অগ্নিপুত্র মুখ দিয়ে গরম গ্যাস ছাড়ল।

ডাঃ ক্র্যাজ প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল!

ও তো অজ্ঞান হয়ে পড়েছে! এই নে, আইসক্রীম খা!

—ডাঃ ক্র্যাজের ওপর ১০০° ঠান্ডা অ্যামোনিয়া থেকে বরফের পরত পড়তে শুরু করল—

অগ্নিপুত্র নাক দিয়ে জীবনদায়ী গ্যাস ছাড়তে শুরু করল —

সুস্থ হয়ে ক্র্যাজ হাতজোড় করে বলল —

আমাকে মাফ করে দাও! তুমি যা বলবে, তাই করব!

হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে পড়!

অভয় মোটোরোর থেকে একটা স্প্র্যাং গ্লার ছুঁড়ল —

স্প্রিংটা ডাঃ ক্র্যাজের দুটো হাতে জড়িয়ে গেল —

এবার বল, ডেথাল আর হরিফা কোথায়?

হরিফা কন্ট্রোল প্যানেলে বসে আছে। ওখানে যাবার রাস্তা ডান-দিক দিয়ে!

আর ডেথাল?

ও নিজের স্পেশাল বাঙ্কারে বসে আছে!

আগে আমাদের হরিফার কাছে নিয়ে চল!

ওখানে যেতে হলে তোমাদের ওর বডিগার্ডের সঙ্গে লড়তে হবে!

ওটা আমাদের কড়ে আঙুলের কাজ!

তাহলে চল: দারুণ মজা আসবে!

না অভয়, ওর বডিগার্ড হচ্ছে ডাইনোড্রাগন। পেছন-দিকের অর্ধেকটা ডাইনোসর আর সামনের অর্ধেকটা ড্রাগন!

ক্র্যাজ ওদের নিয়ে হরিফার চেম্বারের দিকে চলল —

হঠাৎ ভয়ানক আওয়াজের সঙ্গে আগুনের তীব্র হল্‌কা ওদের দিকে ছুটে এল –
আগুনের হল্‌কা ! এই নে… কিছুটা জমানো অ্যামোনিয়া !
ধীরে- ধীরে আগুন বন্ধ হয়ে গেল ! তিনজনে এগিয়ে চলল !
ভয়ংকর ড্রাগনের লম্বা গলা এগিয়ে এল - অভয়ের দিকে ড্রাগন ঝাঁপাল । ওর মুখ দিয়ে তখনও হাল্কা আগুন বেরোচ্ছিল !
দুন্দাটা ss
অভয় লাফিয়ে 'চক্রবাত' প্যাঁচ কষাল । ওর হাতে-পায়ে প্রচণ্ড শক্তি এসে গেছিল !
চক্রের মত ঘুরতে-ঘুরতে অভয় ওর গলা কেটে দিল !
কিন্তু এ কী ?
কাটা গলা একটা গোটা ড্রাগনের মতই আঘাত করতে লাগল
আর ডায়নোসরওয়ালা পেছনের অংশ অগ্নিপুত্রের দিকে ঝাঁপাল –
অভয় ঘাবড়ে উঠল । ও চক্রবাত চালিয়ে ওকে আবার দু টুকরো করে দিল । কিন্তু এ কী ?
টুকরো দুটো আবার লম্বা হয়ে আমার দিকে এগোচ্ছে
ওদিকে ডায়নোসরের অংশটা অগ্নিপুত্রকে হাত দিয়ে চেপে ধরে নিজের পেটের মধ্যে পোরবার চেষ্টা করছিল !

অভয় লাফিয়ে উঠল, ওর গলার স্কার্ফ খুলে গেছিল। স্কার্ফটা ঐ টুকরোর ওপর গিয়ে পড়লে ওরা শিথিল হয়ে পড়ল !

আরে বাহ্‌! এর তাহলে এটাই ওষুধ!

তখন ও অগ্নিপুত্রকে দেখতে পেল –

অভয় স্কার্ফ খুলে ডায়নোসর অংশের ওপর রেখে অগ্নিপুত্রের পা ধরে বাইরে টেনে নি

ডায়নোসরও নির্জীব হয়ে পড়েছিল।

এবার দুজন হরিফার চেম্বারের দিকে চলল। এবং হাত বাঁধা অবস্থায় ডাঃ ক্যাজও ছিল !

অভয় দরজায় লাথি মারল, দরজা এক ঝটকায় খুলে গেল !

সামনে হরিফা বসে ছিল। ও হঠাৎ নেমে পড়ল। ও অভয়ের বুকে ফ্লাইং কিক বসাল।

ধড়াক!

অভয় মাটিতে পড়ে গেল–

রাণী... এ হচ্ছে হরিফা ! ভেতালের ডান হাত ! একে তুমি সামলাও !

ও আমাকে কি সামলাবে? আগে আমি তোকে দেখে নিই !

হরিফা অভয়ের বুকের ওপর পা রাখল !

রাণীঽঽ, বাঁচাও !

আসছি, রাজা !

মোটর সাইকেল থেকে ভেসে আসা আওয়াজ শুনে হরিফা চমকে ওর দিকে তাকাল –

তখনই মোটোরোবের গ্যাবেল থেকে রবারের বল এসে লাগল হরিফার নাকে ! হরিফার মুখ আশ্চর্যে খুলে গেল —

অন্য একটা বল এসে ওর খোলা মুখে আটকে গেল —

বল, ম্যাডাম হরিফা ! কেমন লাগছে ?

ঘুঁ-ঘুঁ-ঘুঁ !!

একটা স্টাইপ্রাব স্প্রিং এসে হরিফার দুটো পা বেঁধে ফেলল —

হরিফা নীচে পড়ে গেল। ও অবাক হয়ে অজয়কে দেখল —

এসব কমপ্যুটারের খেল, ম্যাডাম !

অগ্নি-পুত্রের দান এসব !

হঠাৎ হরিফার হাত নিজের বেল্টে লাগানো বোতামে গেল আর —

সঙ্গে - সঙ্গে ওর শরীর টুকরো হয়ে পড়ল —

ওহো ! একে তো আমরা জ্যান্ত ধরতে চেয়েছিলাম ! যাকগে —

ধড়াম !

এবার দেয়ালের সঙ্গে মোলাকাত করা যাক ! চলুন ডাঃ ক্রুজ !

এমনিতে এই কাজটা মুশকিল ! কারণ, এই দরজা দেয়ালই একমাত্র ভেতর থেকে খুলতে পারে ! দ্বিতীয়ত, ওর চার পাশে চারটে মহাশক্তি-শালী রোবোট থাকে !

চীফ রোবোটের ভেতরে শত্রুর ফোটো ফীড করে দেওয়া থাকে। ওর সঙ্গীরা শত্রুকে মেরে ফেলে। সামনে বোতাম টেপ !

অজয় বোতাম টিপল !

প্রাসাদের ডানদিকের পর্দায় অভয়ের ফোটো ভেসে উঠল

এবার লাল বোতাম টেপ –

ওটা বসের ফোটো। এবার মাঝের হলুদ বোতাম টিপে নীচের নীল বোতামটা ছোঁও!

বোতাম টিপতেই বাঁদিকের পর্দায় ভেথালের ফোটো ভেসে উঠল –

এবার অভয়ের জায়গায় ভেথালের ফোটো ছিল। আর ভেথালের জায়গায় অভয়ের ফোটো।

গুড! এবার সাদা বোতাম ছোঁও! এবার তুমি আদেশ দাও!

সাদা বোতাম টিপতেই মাঝের পর্দায় চীফ্ রোবোট ছিল।

চীফ্ রোবোটের বস্ এখন ছিল অভয় –

চীফ্! ভেথালকে বের করে আনো

ওসসসকেসসস বসসস!

ওদিকে হীরক দেশের সেনা ভেথরাকাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল। ওদের কমাণ্ডার ছিল অভয়ের বাবা। ওর সঙ্গে পুলিশ কমিশনারও ছিল। কমিশনার অভয়ের সঙ্গে ওয়ারলেসে কথা বলল –

অভয়! মেসেজ রিসিভ কর!

অভয় বলছি! ওহো, কমিশনার সাহেব! নো প্রবলেম! আপনি এখানে আসতে পারেন!

একটু পরেই এ্যাডমিরাল জয় সিং আর কমিশনারকে নিয়ে একটা হেলিকপ্টার প্রাসাদের ছাদে নামল –

শাবাশ অভয়! কোথায় ভেথাল?

ঠিক তখনই চারটে রোবোট লাল সিংকে ধরে আনল –

বলুন লাল সিং ওরফে ভেথাল! কেমন আছেন?

এসো বাপধন!

শাবাশ অভয়

ডাঃ ক্লাজ আমাদের সাহায্য করছেন! উনি এক মহান বৈজ্ঞানিক!

আমরা এনাকে ভাল কাজে লাগাব!

যদি উনি হীরক দেশে শুরু হওয়া নতুন ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে আমাদের বলেন !

ডেথালকে রোবোটেরা ধরে রেখেছিল !

এর কি করব, বস ?

একে পুলিশের হাতে তুলে দাও !

পুলিশ ডেথালের হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দিল–

তুমি নতুন এর জাহাজে চেপে আমার সঙ্গে যাবে !

পরের হুকুম ?

কি করবে তুমি ?

একে বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীতে দেখিয়ে পয়সা কামাব !

মন্দ বলনি !

তোমাকে কি পুরস্কার দেব, অভয় ?

আপাতত! ডেথব্যাকের নাম বদলে রাখা হচ্ছে- 'অভয় দ্বীপ !'

বাবা ! আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, এসবের কৃতিত্ব হচ্ছে অগ্নিপুত্রের, আমার নয় !

কাজ হয়ে যাবার পর তুমি সর্বদা আমাকে ভুলে যাও !

অভয়, এবার চলি ! বায়- বায় !

এই বলে অগ্নিপুত্র অদৃশ্য হয়ে গেল –

পুলিশ কমিশনার নেভীর অ্যাডমিরালের সঙ্গে হেলিকপ্টার করে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে রওনা হল। সঙ্গে হাত পা বাঁধা শয়তান ডেথাল আর মহান বৈজ্ঞানিক ডাং ক্রাজ-ও ছিল।

চল রানী এবার আমরাও যাই !